তথ্য অধিকার বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন

(ISO 9001:2015 Certified)

ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

কানাইপুর, ফরিদপুর।

CamScanner

(ISO 9001:2015 Certified)

ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

কানাইপুর,ফরিদপুর।

এক নজরে তথ্যাবলী (মার্চ-২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত)

০১	প্রতিষ্ঠা কাল	ঃ	১২/১০/১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
০২	বিদ্যুতায়নের তারিখ	ঃ	২১/১২/১৯৯৫ খ্রিঃ।
০৩	শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলার সংখ্যা ও নাম	ঃ	০৯টি সম্পূর্ণ ও ০৩টি আংশিক। (ফরিদপুর সদর, নগরকান্দা, ভাংগা, চরভদ্রাশন, সদরপুর, বোয়ালমারী, মধুখালী, আলফাডাংগা, সালথা, লোহাগড়া (নড়াইল), মাগুরা (মোহাম্মদপুর), হরিরামপুর (মানিকগঞ্জ)।
০৪	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	ঃ	২১৬১ বর্গ কিঃমিঃ।
০৫	নির্মিত লাইন (কিলোমিটার)	ঃ	৯২০৭.১৪ কিঃমিঃ।
০৬	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের নির্মিত লাইন (কিঃ মিঃ)	ঃ	৪৪.১৫কিঃমিঃ
০৭	অফ গ্রীড লাইন (কিঃমিঃ)	ঃ	৪৪৭.০০ কিঃমিঃ ।
০৮	অফ গ্রীড গ্রাহক সংখ্যা	ঃ	১৩,৬৩৩ জন
০৯	মোট গ্রাহকসংখ্যা (ক্যাটাগরী অনুযায়ী)	ঃ	৪,৭০,৩৪৭ টি
	ক) আবাসিক	ঃ	৪,২৪,২৯২ টি
	খ) বাণিজ্যিক	ঃ	৩২,৮২৮ টি
	ঘ) শিল্প	ঃ	২,৫৪১ টি
	গ) সেচ	ঃ	৩,১৩৮ টি (গভীর নলকূপ-৯৪ টি, অগভীর নলকূপ-২৯৯৮ টি, এলএলপি-৪৬ টি)
	ঙ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান	ঃ	৭,২৮১ টি
	চ) সড়ক বাতি	ঃ	১২০ টি
১০	সাব-ষ্টেশন সংখ্যা ও ক্ষমতা	ঃ	১৮টি ও ২৫৫ এমভিএ
১১	পিক লোড	ঃ	১১৬ মেঃওঃ
১২	সিস্টেম লস (মার্চ-২৫ পর্যন্ত)	ঃ	১১.০৬%
১৩	বকেয়া মাস (মার্চ-২৫ পর্যন্ত)	ঃ	১.০৭
১৪	পবিসের লাভ/ক্ষতি (প্রতি ইউনিট) (+/-)	ঃ	(০.৮৪) টাকা।
১৫	অফিসের সংখ্যা ও নাম	ঃ	
	ক) সদর দপ্তর	ঃ	০১টি (কানাইপুর, ফরিদপুর)
	খ) জোনাল অফিস	ঃ	০৪টি (বোয়ালমারী, নগরকান্দা, ভাঙ্গা ও মধুখালী)।
	গ) সাব-জোনাল অফিস	ঃ	০৪টি (সদরপুর, আলফাডাঙ্গা সালথা ও চরভদ্রাসন।)
	ঘ) অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ	১৯ টি(গজারিয়া, ভাটপাড়া, খলিলমন্ডল হাট, তালমা, ধুলদী, বেড়ীরহাট, রূপাপাত, হামিরদী, চাঁদহাট, আড়িয়াল খাঁ , কামারখালী, বোয়ালিয়া, ফুলবাড়ীয়া, চরসালিপুর, কবিরপুর, মুজুরদিয়া, ময়েনদিয়া, নকুলহাটি ও খরসুতী)
১৬	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ	৬২৬ জন (কর্মকর্তা-২১ জন ও কর্মচারী-৬০৫ জন)।

CamScanner

বিভিন্ন অভিযোগকেন্দ্র ও বিদ্যুৎ বিভ্রাট কমিটির মোবাইল নম্বরসমুহ

ক্রঃ নং	অফিসের নাম	অভিযোগ কেন্দ্রের নাম	মোবাইল নম্বর
০১	সদর দপ্তর	সদর দপ্তর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১১৪০
০২		তালমা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১১৪৫
০৩		গজারিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১১৪৩
০৪		খলিল মন্ডলের হাট অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০২০৬২
০৫		ধুলদী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০২৬৮৩
০৬		ভাটপাড়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৫৬১
০৭		কবিরপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৭৬৯
০৯	বোয়ালমারী জোনাল অফিস	জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১১৪৬
১০		মুজুরদিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৫৯২
১১		ময়েনদিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭০২৬
১২		খরসূতী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৬৫৪
১৩	নগরকান্দা জোনাল অফিস	জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১১৪৮
১৪		হামিরদী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১১৪৯
১৫		চাঁদহাট অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪-১০৬৫৫৮
১৬	মধুখালী জোনাল অফিস	জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১১৪১
১৭		কামারখালী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭০৩২
১৮		বোয়ালিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৫৬২
১৯	ভাঙ্গা জোনাল অফিস	জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১১৫০
২০		আড়িয়াল খাঁ অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০২৬৮৪
২১	চরভদ্রাসন সাব-জোনাল অফিস	সাব-জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১১৪৪
২২		চরশালিপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৭৭০
২৩	সদরপুর সাব-জোনাল অফিস	সাব-জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৩১০৭
২৪	আলফাডাঙ্গা সাব-জোনাল অফিস	সাব-জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১১৪৭
২৫		বেড়িরহাট অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭১৩১
২৬		রুপাপাত অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৭৭১
২৭	সালথা সাব-জোনাল অফিস	সাব-জোনাল অফিস অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০১১৪২
২৮		ফুলবাড়ীয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯-৪০৭৬৮৫
২৯		নকুলকাটি অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪-১০৮৮৬৫

বিদ্যুৎ বিভ্রাট কমিটির মোবাইল নম্বরসমূহ

৩০	পাওয়ার ইউজ কো-অর্ডিনেটর	সদর দপ্তর	০১৭৬৯-৪০৪০৬৩
৩১	জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইএন্ডসি)	সদর দপ্তর	০১৭০৪-১০৬৩৩২
৩২	এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর (প্রশাসন)	সদর দপ্তর	০১৭০৪-১০৬৩৩৩
৩৩	হিসাব রক্ষক	সদর দপ্তর	০১৭০৪-১০৬৩৩৪
৩৪	এজিএম (এমএস)	সদর দপ্তর	০১৭৬৯-৪০০৪৩৩

CamScanner

সিটিজেন চার্টার

নাগরিক সেবা (গ্রাহক সেবা)

ক্রম নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম, পদবি, ফোন নম্বর ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	ক) এলটি-এ: আবাসিক ও এলটি-বি: সেচ/ কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প	Online আবেদনের মাধ্যমে	আবাসিক নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা: [illegible]	১। আবেদন: [illegible]	০৭ (সাত) কার্যদিবস	
	খ) [illegible]	Online নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন	[illegible]	১। আবেদনপত্র আবেদন ফি একফেজ ১২০ (একশত বিশ) টাকা থ্রিফেজ ৩৬০ (তিনশত ষাট) টাকা ২। নিরাপত্তা জামানত প্রতি কিলোওয়াট [illegible] টাকা	০৭ (সাত) কার্যদিবস	
	গ) নতুন সংযোগ এলটি-টি (অস্থায়ী)	নির্দিষ্ট ফরমে "এক অবস্থানে সেবা" কাউন্টারে আবেদনের মাধ্যমে	[illegible]	১। আবেদনপত্র আবেদন ফি [illegible] (একশত বিশ) টাকা থ্রিফেজ ৩৬০ (তিনশত ষাট) টাকা ২। নিরাপত্তা জামানত প্রতি কিলোওয়াট [illegible] টাকা	০৭ (সাত) কার্যদিবস	নাম : মোঃ ইমরুল হাসান এজিএম (সদস্য-সেবা) মোবা : ০১৭৬৯-৪০০৪৩৩ E-mail : faridpurpbs17@gmail.com
	ঘ) নতুন সংযোগ এলটি- সি ১: (ক্ষুদ্র শিল্প) এমটি-৩: (শিল্প)	নির্দিষ্ট ফরমে "এক অবস্থানে সেবা" কাউন্টারে আবেদনের মাধ্যমে	শিল্প সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট এর তালিকা: [illegible]	এলটি ১। আবেদন (ক) ০১ ফেজ আবেদন ফি-১২০ (একশত বিশ) টাকা (খ) ০৩ ফেজ আবেদন ফি-৩৬০ (তিনশত ষাট) টাকা ২। নিরাপত্তা জামানত [illegible] টাকা প্রতি কিলোওয়াট এমটি ও এইচটি ১। আবেদন আবেদন ফি-১২০০ (এক হাজার দুইশত) টাকা ২। নিরাপত্তা জামানত ১২০০ (এক হাজার দুইশত) টাকা প্রতি কিলোওয়াট	শিল্প সংযোগ ১৮ (আঠারো) কার্যদিবস	
২।	গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃ সংযোগ	নির্দিষ্ট ফরমে "এক অবস্থানে সেবা" কাউন্টারে আবেদনের মাধ্যমে	এক অবস্থানে সেবা	[illegible]	০১ (এক) কার্যদিবস	নামঃ মোঃ রায়হান হোসেন এজিএম (অর্থ-রাজস্ব) মোবাঃ ০১৭৬৯-৪০২৬২৭ E-mail : faridpurpbs17@gmail.com
৩।	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা	সাদা কাগজে আবেদন/নির্দিষ্ট ফরমে "এক অবস্থানে সেবা" কাউন্টারে আবেদনের মাধ্যমে	এক অবস্থানে সেবা	[illegible]	০৩ (তিন) কার্যদিবস	
৪।	গ্রাহকের আঙিনায় মিটার পরিদর্শন	সাদা কাগজে আবেদন/নির্দিষ্ট ফরমে "এক অবস্থানে সেবা" কাউন্টারে আবেদনের মাধ্যমে	এক অবস্থানে সেবা	[illegible]	০৩ (তিন) কার্যদিবস	নাম : মোঃ ইমরুল হাসান এজিএম (সদস্য-সেবা) মোবা : ০১৭৬৯-৪০০৪৩৩ E-mail : faridpurpbs17@gmail.com
৫।	জরুরী প্রয়োজনে ট্রান্সফরমার ভাড়া	সাদা কাগজে আবেদন/নির্দিষ্ট ফরমে "এক অবস্থানে সেবা" কাউন্টারে আবেদনের মাধ্যমে	এক অবস্থানে সেবা	১) সর্বোচ্চ ৩০ দিন ২.৫০ কেভিএ/দিন ২) ৩০ দিন পর থেকে ৫.০০ কেভিএ/দিন	০৩ (তিন) কার্যদিবস	এজিএম (ও এন্ড এম) মোবাঃ ০১৭৬৯-৪০০৪০২ E-mail: faridpurpbs17@gmail.com
৬।	লোড বৃদ্ধি	নির্দিষ্ট ফরমে "এক অবস্থানে সেবা" কাউন্টারে আবেদনের মাধ্যমে	এক অবস্থানে সেবা	আবেদন ফি: [illegible]	০৩ (তিন) কার্যদিবস	
৭।	গ্রাহকের নাম পরিবর্তন	সাদা কাগজে আবেদন/নির্দিষ্ট ফরমে "এক অবস্থানে সেবা" কাউন্টারে আবেদনের মাধ্যমে	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র: [illegible]	আবেদন ফি: [illegible]	০৩ (তিন) কার্যদিবস	নাম : মোঃ ইমরুল হাসান এজিএম (সদস্য-সেবা) মোবা : ০১৭৬৯-৪০০৪৩৩ E-mail : faridpurpbs17@gmail.com
৮।	বিল বিষয়ক অভিযোগ	সাদা কাগজে আবেদন/নির্দিষ্ট ফরমে "এক অবস্থানে সেবা" কাউন্টারে আবেদনের মাধ্যমে	এক অবস্থানে সেবা	[illegible]	০৩ (তিন) কার্যদিবস	নামঃ মোঃ রায়হান হোসেন এজিএম (অর্থ-হিসাব) মোবাঃ ০১৭৬৯-৪০০৪০৫ E-mail : faridpurpbs17@gmail.com
৯।	এক অবস্থানে সেবা	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির " এক অবস্থানে সেবা" এ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ, বিল, মিটার সংক্রান্ত অভিযোগ, বিল পরিশোধের ব্যবস্থাসহ সকল ধরণের অভিযোগ জানানো যাবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে।				
১০।	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার/মিটারিং ইউনিট স্থাপন/পরিবর্তন/স্থানান্তর	নির্দিষ্ট ফরমে "এক অবস্থানে সেবা" কাউন্টারে আবেদনের মাধ্যমে	এক অবস্থানে সেবা	এলটি: [illegible]	০৩ (তিন) কার্যদিবস	নাম : মোঃ ইমরুল হাসান এজিএম (সদস্য-সেবা) মোবা : ০১৭৬৯-৪০০৪৩৩ E-mail : faridpurpbs17@gmail.com
১১।	গ্রাহকের অনুরোধে সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল (সার্ভিস ক্রিমপিট/ ক্ল্যাম্পসহ) মেরামত/পরিবর্তন/স্থানান্তর	নির্দিষ্ট ফরমে "এক অবস্থানে সেবা" কাউন্টারে আবেদনের মাধ্যমে	এক অবস্থানে সেবা	এলটি: [illegible]	০২ (দুই) কার্যদিবস	
১২।	গ্রাহকের অনুরোধে সরবরাহ চুক্তি সংশোধন	নির্দিষ্ট ফরমে "এক অবস্থানে সেবা" কাউন্টারে আবেদনের মাধ্যমে	এক অবস্থানে সেবা	এলটি: [illegible]	০১ (এক) কার্যদিবস	
১৩।	গ্রাহকের অনুরোধে প্রি-পেইড মিটার কার্ড রি-ইস্যু	নির্দিষ্ট ফরমে "এক অবস্থানে সেবা" কাউন্টারে আবেদনের মাধ্যমে	এক অবস্থানে সেবা	এলটি, এমটি, এইচটি ও ইএইচটি: ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা	০১ (এক) কার্যদিবস	নামঃ মোঃ রায়হান হোসেন এজিএম (অর্থ-রাজস্ব) মোবাঃ ০১৭৬৯-৪০০৪০৫ E-mail : faridpurpbs17@gmail.com

বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ এবং লোড বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভবনের ছাদ কমপক্ষে ১০০০ বর্গফুট জায়গা থাকলে নেট মিটারিং পদ্ধতিতে রুফটপ সোলার প্যানেল স্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে:

১। আবাসিক গ্রাহক:
ক) সিঙ্গেল ফেজ (Single Phase) সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহক আগ্রহী হলে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করতে পারবে।
খ) থ্রি ফেজ (Three Phase) সংযোগের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) কিলোওয়াট বা তদূর্ধ্ব লোড বরাদ্দপ্রাপ্ত গ্রাহকদের কমপক্ষে ১ (এক) কিলোওয়াট (১০০০ ওয়াট) নেট মিটারিং সোলার সিস্টেম স্থাপন করতে হবে।

২। শিল্প ও বাণিজ্যিক গ্রাহক:
১০ বা তদূর্ধ্ব কিলোওয়াট লোড বরাদ্দপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অনুমোদিত লোডের ১০% ক্ষমতার সোলার সিস্টেম নেট মিটারিং নির্দেশিকা-২০১৮ (সর্বশেষ সংশোধিত) অনুসরণ করে স্থাপন করতে হবে। অনূর্ধ্ব ১০ কিলোওয়াট লোড বরাদ্দপ্রাপ্ত গ্রাহকগণ আগ্রহী হলে রুফটপ সোলার সিস্টেম বসাতে পারবেন এবং স্থাপিত সিস্টেমের ক্ষমতা ১ কিলোওয়াটের (১০০০ ওয়াট) বেশি হলে নেট মিটারিং নির্দেশিকা অনুসরণে তা করতে হবে।

৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান:
ক) সিঙ্গেল ফেজ (Single Phase) সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান আগ্রহী হলে সোলার সিস্টেম স্থাপন করতে পারবে।
খ) থ্রি ফেজ (Three Phase) সংযোগের ক্ষেত্রে ১০ (দশ) কিলোওয়াট বা তদূর্ধ্ব লোড বরাদ্দপ্রাপ্ত গ্রাহকদের কমপক্ষে ১ (এক) কিলোওয়াটের (১০০০ ওয়াট) নেট মিটারিং সিস্টেম স্থাপন করতে হবে।

৪। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহকগণ যারা বরাদ্দকৃত লোড বৃদ্ধি করতে চান তাদেরকেও অতিরিক্ত অনুমোদিত লোডের উপর উল্লিখিত হার অনুযায়ী সোলার সিস্টেম স্থাপন করতে হবে।

সমিতি হতে সরবরাহতব্য কাগজপত্র/ফরম সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (০৭ নং কলামে বর্ণিত) নিকট হতে সংগ্রহ করা যাবে।
সেবার মূল্য সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে।
সকল প্রকার আবেদন ফি এর উপর ভ্যাট প্রযোজ্য।

ফরিদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

CamScanner

"বিদ্যুৎ দেশের প্রাণপ্রবাহ, এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করুন

(ক) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহ ঃ

১ ॥ প্রকৌশল সংক্রান্ত পবিস ১০০ সিরিজ নির্দেশিকাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলে জ্ঞাত না থাকা এবং এ বিষয়ে প্রতিনিয়ত চর্চা না করা।

২ ॥ সাট-ডাউন গ্রহণ না করা।

৩ ॥ ভুল সাট-ডাউন (এক ফিডারের সাট-ডাউন অন্য ফিডারে দেয়া, পোল নম্বর সঠিকভাবে না থাকা, স্পষ্ট আলোচনায় লোকেশন নির্দিষ্ট না করে সাট-ডাউন দেয়া)। ক্রসিং লাইনের ক্ষেত্রে সকল ফিডার সাট-ডাউন না নেয়া।

৪ ॥ ফাজিং টেষ্ট /ভোল্টেজ টেষ্টার দ্বারা বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া।

৫ ॥ সোর্স ও লোড সাইডে গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা। অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং এ সঠিক সাইজের তার ব্যবহার না করা।

৬ ॥ লাইনের ত্রুটি সনাক্ত করে ত্রুটি নিরসন না করে এসিআর/ওসিআর/ব্রেকারের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ লাইন চালুর চেষ্টা করা।

৭ ॥ সঠিকভাবে রাইট অফ-ওয়ে পরিস্কার না করা, যথাযথভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করা, ফিডার/ইকুইপমেন্ট ওভারলোডেড থাকা।

৮ ॥ কানেক্টর না চেপে টুইষ্টিং করা, একাধিক ফিডার/উপকেন্দ্রের মধ্যে লোড বিভাজন/লাইন স্থানান্তরের বিষয় রেকর্ড না রাখা এবং সংশ্লিষ্টরা অবহিত না থাকা।

৯ ॥ এসিআর/ব্রেকার এর সেটিং যথাযথ না থাকা। ট্রান্সফরমারে সঠিক সাইজের ফিউজ লিংক ব্যবহার না করা।

১০ ॥ লুজ কানেকশন থাকা ও কন্ডাক্টর রেডহট হওয়া, অবৈধ বিদ্যুৎ লাইন গ্রহণ, সাইড কানেকশন, মিটার ও সিটি/পিটি ট্যাম্পারিং ইত্যাদি।

১১ ॥ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ্য না থেকে লাইনে কাজ করা। নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান না করা এবং মালামাল ও যন্ত্রপাতির সঠিকতা নিশ্চিত না করা।

১২ ॥ পোল নাম্বারিং ও সিষ্টেমের তথ্যাদি আপডেট না রাখা এবং সাট-ডাউনে ভুল পোল নাম্বার ব্যবহার করা।

১৩ ॥ বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনার বিষয়ে উদাসীনতা।

(খ) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয়ঃ

১ ॥ প্রকৌশল সংক্রান্ত পবিস ১০০ সিরিজ নির্দেশিকাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলে জ্ঞাত থাকা এবং এ বিষয়ে প্রতিনিয়ত চর্চা করা, সাট-ডাউন গ্রহণ করা।

২ ॥ সঠিক সাট-ডাউন গ্রহণ (ফিডার নিশ্চিত হয়ে সাট-ডাউন দেয়া, পোল নম্বর সঠিকভাবে থাকা, লোকেশন নির্দিষ্ট করে সাট-ডাউন দেয়া)। ক্রসিং লাইনের ক্ষেত্রে সকল ফিডার সাট-ডাউন নিতে হবে।

৩ ॥ সঠিকভাবে রাইট-অফ-ওয়ে পরিস্কার করা, যথাযথভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, ফিডার /ইকুইপমেন্ট ওভারলোড নিরসন করা।

৪ ॥ সংযোগস্থলে টুইষ্টিং না করে কানেক্টর ব্যবহার করা। বিদ্যমান টুইষ্টিং কানেকটর / ক্ল্যাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।

৫ ॥ একাধিক ফিডার/উপকেন্দ্রের মধ্যে লোড বিভাজন /লাইন স্থানান্তরের বিষয়টি রেকর্ড রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্টরা অবহিত থাকতে হবে।

৬ ॥ রাস্তা, ঘরবাড়ী, গাছপালা ইত্যাদির উপর দিয়ে লাইন ক্লিয়ারেন্স যথাযথ রাখতে হবে, পুরাতন/জরাজীর্ণ লাইন যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণ/নবায়ন করতে হবে।

৭ ॥ এসিআর/ব্রেকার এর সেটিং যথাযথ রাখতে হবে। ট্রান্সফরমারে সঠিক সাইজের ফিউজ লিংক ব্যবহার করতে হবে। মাঝে মধ্যে সঠিকতা যাচাই করতে হবে।

৮ ॥ লুজ কানেকশন থাকলে ও কন্ডাক্টর রেডহট হলে দ্রুত নিরসন করতে হবে।

৯ ॥ অবৈধ বিদ্যুৎ লাইন/সাইড কানেকশন নেয়া যাবে না। তাদেরকে দ্রুত সংযোগ প্রদান করতে হবে। মিটার ও সিটি/পিটি যথারীতি পরিদর্শন করতে হবে।

১০ ॥ সঠিক পোল নাম্বারিংসহ সিষ্টেমের তথ্যাদি আপডেট রাখা , মাসিক নিরাপত্তা মিটিং/কারিগরী সেমিনার যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।

১১ ॥ সিস্টেম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে, কাজের সময় সাবধানতা অবলম্বন, উদাসীনতা পরিহার ও সমন্বয় বজায় রাখতে হবে।

১২ ॥ নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে এবং যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে।

১৩ ॥ বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা আন্দোলন গড়ে তোলা এবং এতদ্‌বিষয়ে সোচ্চার থাকতে হবে।

CamScanner

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

তথ্য অধিকার

এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকিবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহাকে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

তথ্য সংরক্ষণ

(১) এই আইনের অধীন তথ্য অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ উহার যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ এবং ইনডেক্স প্রস্তুত করিয়া যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে।

(২) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যেই সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই সকল তথ্য, যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে, কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে।

(৩) তথ্য কমিশন, প্রবিধান দ্বারা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য অনুসরণীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং সকল কর্তৃপক্ষ উহা অনুসরণ করিবে।

কতিপয় তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়

এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না, যথাঃ -

(ক) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(খ) পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয় যাহার দ্বারা বিদেশী রাষ্ট্রের অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা বা আঞ্চলিক কোন জোট বা সংগঠনের সহিত বিদ্যমান সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(গ) কোন বিদেশী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কোন গোপনীয় তথ্য;

(ঘ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন তৃতীয় পক্ষের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা বিষয়ক, কপিরাইট বা বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ (Intellectual Property Right) সম্পর্কিত তথ্য;

(ঙ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থাকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এইরূপ নিম্নোক্ত তথ্য, যথাঃ-

(অ) আয়কর, শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী আইন, বাজেট বা করহার পরিবর্তন সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(আ) মুদ্রার বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনজনিত কোন আগাম তথ্য;

(ই) ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত কোন আগাম তথ্য;

(চ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হইতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ছ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা বিচারাধীন মামলার সুষ্ঠু বিচার কার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(জ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঝ) কোন তথ্য প্রকাশের ফলে কোন ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঞ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত কোন তথ্য;

(ট) আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় এবং যাহা প্রকাশে আদালত বা ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননার শামিল এইরূপ তথ্য;

(ঠ) তদন্তাধীন কোন বিষয় যাহার প্রকাশ তদন্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ড) কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করিতে পারে এইরূপ তথ্য;

(ঢ) আইন অনুসারে কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে এইরূপ তথ্য;

(ণ) কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় এইরূপ কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কোন তথ্য;

(ত) কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে বা উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য ;

(থ) জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হইতে পারে এইরূপ তথ্য;

(দ) কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;

(ধ) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য;

(ন) মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং উক্তরূপ বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কোন তথ্যঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রিপরিষদ বা, ক্ষেত্রমত, উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এবং যেসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া সিদ্ধান্তটি গৃহীত হইয়াছে উহা প্রকাশ করা যাইবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন তথ্য প্রদান স্থগিত রাখিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

CamScanner

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ

৮। (১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তথ্য চাহিয়া লিখিতভাবে বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরোধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথাঃ-

(অ) অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ফ্যাক্স নম্বর এবং ই-মেইল ঠিকানা;

(আ) যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে উহার নির্ভুল এবং স্পষ্ট বর্ণনা;

(ই) অনুরোধকৃত তথ্যের অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী; এবং

(ঈ) কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী উহার বর্ণনা অর্থাৎ পরিদর্শন করা, অনুলিপি নেওয়া, নোট নেওয়া বা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি।

(৩) এই ধারার অধীন তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুদ্রিত ফরমে বা, ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত ফরমেটে হইতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ফরম মুদ্রিত বা সহজলভ্য না হইলে কিংবা ফরমেট নির্ধারিত না হইলে, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত তথ্যাবলী সন্নিবেশ করিয়া সাদা কাগজে বা, ক্ষেত্রমত, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা ই-মেইলেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুরোধ করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুরোধকারীকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উক্ত তথ্যের জন্য নির্ধারিত যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

(৫) সরকার, তথ্য কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফিস এবং, প্রয়োজনে, তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে এবং, ক্ষেত্রমত, কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-শ্রেণীকে কিংবা যে কোন শ্রেণীর তথ্যকে উক্ত মূল্য প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ, তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুসরণে, বিনামূল্যে যে সকল তথ্য সরবরাহ করা হইবে উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করিবে।

তথ্য প্রদান পদ্ধতি

৯। (১) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২০ (বিশ) কার্য দিবসের মধ্যে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরোধকৃত তথ্যের সহিত একাধিক তথ্য প্রদান ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা থাকিলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে উক্ত অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে তথ্য প্রদানে অপারগ হইলে অপারগতার কারণ উল্লেখ করিয়া আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে তিনি উহা অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এবং (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হইতে মুক্তি সম্পর্কিত হইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধ প্রাপ্তির ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্ত বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য সরবরাহ করিতে কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোন অনুরোধকৃত তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহের জন্য মজুদ থাকিলে তিনি উক্ত তথ্যের যুক্তিসংগত মূল্য নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিশোধ করিবার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের প্রকৃত ব্যয় যেমন- তথ্যের মুদ্রিত মূল্য, ইলেক্ট্রনিক ফরমেট এর মূল্য কিংবা ফটোকপি বা প্রিন্ট আউট সংক্রান্ত যে ব্যয় হইবে উহা হইতে অধিক মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে না।

(৮) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট যথাযথ বিবেচিত হইলে এবং যেক্ষেত্রে উক্ত তথ্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হইয়াছে কিংবা উক্ত তথ্যে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে এবং তৃতীয় পক্ষ উহা গোপনীয় তথ্য হিসাবে গণ্য করিয়াছে সেইক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্য দিবসের মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে উহার লিখিত বা মৌখিক মতামত চাহিয়া নোটিশ প্রদান করিবেন এবং তৃতীয় পক্ষ এইরূপ নোটিশের প্রেক্ষিতে কোন মতামত প্রদান করিলে উহা বিবেচনায় লইয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৯) ধারা ৭ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এইরূপ তথ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখান করা যাইবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করিতে হইবে।

(১০) কোন ইন্দ্রীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোন রেকর্ড বা উহার অংশবিশেষ জানাইবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য লাভে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং পরিদর্শনের জন্য যে ধরণের সহযোগিতা প্রয়োজন তাহা প্রদান করাও এই সহায়তার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

CamScanner

আপীল, নিষ্পত্তি ইত্যাদি

২৪। (১) কোন ব্যক্তি ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য লাভে ব্যর্থ হইলে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কোন সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার, বা ক্ষেত্রমত, সিদ্ধান্ত লাভ করিবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপীলকারী যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তিনি উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও আপীল আবেদন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে-

(ক) আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন; অথবা

(খ) তদ্‌বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য না হইলে আপীল আবেদনটি খারিজ করিয়া দিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশিত হইলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ধারা ৯ এর, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১), (২) বা (৪) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপীল আবেদনকারীকে অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

অভিযোগ দায়ের, নিষ্পত্তি ইত্যাদি

২৫। (১) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হইলে;

(খ) ধারা ২৪ এর এর অধীন প্রদত্ত আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হইলে;

(গ) ধারা ২৪ এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত না হইলে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত বিষয়ে যে কোন সময় এবং দফা (খ) ও (গ) তে উল্লিখিত বিষয়ে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ বা, ক্ষেত্রমত, সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযোগকারী যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (২) এ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে তথ্য কমিশন উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও অভিযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৪) কোন অভিযোগের ভিত্তিতে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের বিধানাবলী অনুসরণে করণীয় কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বা করণীয় নয় এমন কার্য করিয়াছেন তাহা হইলে তথ্য কমিশন এই ধারার অধীন উক্ত কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর কিংবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হইলে প্রধান তথ্য কমিশনার উক্ত অভিযোগটি স্বয়ং অনুসন্ধান করিবেন অথবা অনুসন্ধানের জন্য অন্য কোন তথ্য কমিশনারকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত দায়িত্ব গ্রহণ বা প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের অনুসন্ধান সম্পন্ন করিয়া প্রধান তথ্য কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের জন্য একটি সিদ্ধান্ত কার্যপত্র প্রস্তুত করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত কার্যপত্র তথ্য কমিশনের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে এবং তথ্য কমিশন উহার সভায় আলোচনাক্রমে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৮) এই ধারায় উল্লিখিত কোন অভিযোগের অনুসন্ধানকালে যে কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয় সেই কর্তৃপক্ষ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে, তাহার সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৯) কোন অভিযোগের বিষয়বস্তুর সহিত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থাকিলে তথ্য কমিশন উক্ত তৃতীয় পক্ষকেও বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিবে।

(১০) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ তথ্য কমিশন সাধারণভাবে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে, তবে, ক্ষেত্র বিশেষে, স্বাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ বা তদন্ত সম্পাদন ইত্যাদি কারণে বর্ধিত সময়ের প্রয়োজন হইলে উক্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পন্ন করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযোগ নিষ্পত্তি সময়সীমা, বর্ধিত সময়সহ, কোনক্রমেই সর্বমোট ৭৫ (পঁচাত্তর) দিনের অধিক হইবে না।

(১১) এই ধারার অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথাঃ-

(ক) কোন কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাহা এই আইনের বিধান মোতাবেক গ্রহণ করা প্রয়োজন, যথাঃ-

(অ) অনুরোধকৃত তথ্য সুনির্দিষ্ট পন্থায় প্রদান;

(আ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ;

CamScanner

(ঈ) বিশেষ কোন তথ্য বা বিশেষ ধরনের তথ্যাবলী প্রকাশ ;

(ঈ) তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের পালনীয় পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন;

(উ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক উন্নত প্রশিক্ষণ;

(ঊ) কোন ক্ষতি বা অন্য কোন প্রকার দুর্ভোগের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান;

(খ) এই আইনে বর্ণিত কোন জরিমানা আরোপ করা;

(গ) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা;

(ঘ) অভিযোগ খারিজ করা;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নূতনভাবে তথ্যের শ্রেণীবদ্ধকরণ;

(চ) তথ্যের প্রকৃতি, শ্রেণীবিন্যাসকরণ, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও সরবরাহ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে এই আইনের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান।

(১২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(১৩) তথ্য কমিশন ইহার সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(১৪) তথ্য কমিশন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে অভিযোগ নিষ্পত্তির অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

জরিমানা, ইত্যাদি

২৭। (১) কোন অভিযোগ নিষ্পত্তির সূত্রে কিংবা অন্য কোনভাবে তথ্য কমিশনের যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা -

(ক) কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন;

(খ) এই আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুরোধকারীকে তথ্য প্রদান করিতে কিংবা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন;

(গ) অসদুদ্দেশ্যে তথ্য প্রাপ্তির কোন অনুরোধ বা আপীল প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন;

(ঘ) যে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ করা হইয়াছিল তাহা প্রদান না করিয়া ভুল, অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করিয়াছেন;

(ঙ) কোন তথ্য প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন-

তাহা হইলে তথ্য কমিশন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উক্তরূপ কার্যের তারিখ হইতে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ জরিমানা কোনক্রমেই ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার অধিক হইবে না।

CamScanner

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আবেদনকারীর নাম ঃ .....

পিতার নাম ঃ .....

মাতার নাম ঃ .....

বর্তমান ঠিকানা ঃ .....

স্থায়ী ঠিকানা ঃ .....

ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) ঃ .....

২। কি ধরনের তথ্য* (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ .....

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ফটোকপি/ লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) ঃ .....

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ .....

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আবেদনের তারিখ ঃ .....

CamScanner

ফরম 'গ'

আপীল আবেদন

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৬ দ্রষ্টব্য]

বরাবর

----------,

---------- (নাম ও পদবী)

ও

আপীল কর্তৃপক্ষ,

---------- (দপ্তরের নাম ও ঠিকানা)

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ .....

২। আপীলের তারিখ ঃ .....

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে উহার কপি (যদি থাকে) ঃ .....

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে তাহার নামসহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ঃ .....

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ .....

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ .....

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ .....

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ .....

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন ঃ .....

আবেদনের তারিখ ঃ .....

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

CamScanner

ফরম 'ক'

অভিযোগ দায়েরের ফরম

[তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালার প্রবিধান-৩ (১) দ্রষ্টব্য]

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

অভিযোগ নং ----------।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ঃ .....

২। অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ .....

৩। যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার নাম ও ঠিকানা ঃ .....

৪। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) ঃ .....

৫। সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ .....

৬। প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ .....

৭। অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ .....

সত্যপাঠ

আমি/আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

CamScanner

বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮

বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধন এর কারণে বিদ্যুৎ আইন এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ:

আধুনিক যুগে মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাত্রার জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য। কতিপয় দুস্কৃতিকারী বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি, ধ্বংস এবং ক্ষতিসাধন করছে। এ পরিস্থিতিতে সমিতির গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য। নিম্নে বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধন এর কারণে বিদ্যুৎ আইন বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ প্রদান করা হলোঃ

বিদ্যুৎ আইনের ধারা	অপরাধের বিবরণ	শাস্তি/জরিমানা
ধারা ৩২ (১) বিদ্যুৎ চুরির দণ্ড	কোন ব্যক্তি বাসগৃহ বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে;	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা ৩২ (২) বিদ্যুৎ চুরির দণ্ড	কোন ব্যক্তি শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করিলে;	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা ৩৩ (১) কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের দন্ড	কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সংযোগে কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন বা ব্যবহার করিলে;	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৪ বিদ্যুৎ অপচয় করিবার দন্ড	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ অপচয় করিলে বা বিদ্যুতের সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম কাটিয়া দিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে;	অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড বা ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৫ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করিবার দণ্ড	কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র বা স্থাপনার কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী, যেমন-পোল, টাওয়ারের অংশ বিশেষ, কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার, ইত্যাদি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট বা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিসাধন করিলে;	অন্যূন ২ (দুই) বৎসর এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৬ চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখিবার দণ্ড	কোন ব্যক্তি ধারা ৩৫ এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি বা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী চুরি হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত চুরিকৃত মালামাল নিজ দখলে রাখিলে;	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৮ মিটার, পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দণ্ড	কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির লিখিত অনুমতি ব্যতীত ক) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সহিত মিটার সংযোগ স্থাপন করিলে বা বিচ্ছিন্ন করিলে অথবা অন্য কোন স্থাপনার সহিত যোগাযোগ রক্ষার্থে কোন যন্ত্র স্থাপন করিলে; খ) মিটার হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে পার্শ্ব সংযোগ প্রদান করিলে; গ) মিটারের ক্ষতিসাধন করিলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে মিটারের ইনডেক্স পরিবর্তন করিলে অথবা উহাদের যথাযথ রেজিস্টারে বাধার সৃষ্টি করিলে; অথবা ঘ) লাইসেন্সি কর্তৃক সরবরাহকৃত বিদ্যুতের উচ্চতর হার পদ্ধতির পরিবর্তে নিম্নতম হার পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিলে বা কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করিলে;	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯ (১) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দণ্ড	কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে;	অন্যূন ৭(সাত) বৎসর এবং অনধিক ১০(দশ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০(দশ) কোটি টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৩৯ (২) বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দণ্ড	কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির অনুমতি ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিলে অবহেলাবশত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা রাখিলে;	অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
ধারা-৪০ অন্যান্য অপরাধের দণ্ড	কোন ব্যক্তি যদি এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে দণ্ডের বিধান উল্লেখ নাই এইরূপ কোন বিধান অথবা বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করেন তাহা হইলে;	অনধিক ৬(ছয়) মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০(দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন ২০১৩, ধারা-২২ অনুযায়ী সমিতির যে কোন পাওনা, সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য।

CamScanner